ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল

অরুণা মুখোপাধ্যায়

বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে যেতেই নাকে রুমাল চাপল দীননাথ। মুখে ধুলো ঢুকে গিয়েছিলো। পিচ করে রাস্তার ধারে ঝোপে থুথু ফেলল। ফেলে বলল, 'খপরদার মুক খুলবিনে, এই সাবদান করে দিলুম, পরশা। তোর আবার যা পেট পাতলা।'

সেই কোন সক্কালে দুটো পান্তা নাকে মুখে গুঁজে বাস ধরেছে। মাঝে বাসটা চাঁপাডাঙায় থামতে সেরেফ এক কাপ চা দিয়ে সেরেছে দীননাথ। গাঁটের কড়ি খরচা করে তেলেভজো কচুরি খাওয়াবে, সে মালই নয় দীননাথ। নেহাৎ ভালই মালকড়ি পাওয়া যাবে, তাই রাজি হয়ে গিয়েছিল পরেশ। গরমাগরম তেলেভাজার সুবাসে জিভে জল এসে গিয়েছিল পরেশের। পেটে খিদেটা চনচনিয়ে উঠেছিল বলে মেজাজটা খচে যাচ্ছিল। সে জন্যে দীননাথের হিতোপদেশে মেজাজ বিগড়ে গ্যাল। 'ম্যালা খ্যাচর খ্যাচর করো না তো দীন্‌কা। অত নিবেবাদ আমি নই। মুক খুলি আর হাটে হাঁড়ি ভাঙুক আর কি। ত্যাকন পিটে বাড়ি পল্লে তুমি সামলাতে আসবে না নিজের গা বাঁচাবে? মরতে শালা গুয়োর ব্যাটা পরেশ মরবে।' তারপর দীননাথকে চটালে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় যদি ভেবে সুর নরম করে খোশামুদি করার সুরে বলল, 'এ্যাত্তো দূরের খপর পাও কি করে দীন্‌কা? এলেম আচে তোমার।'

'হুঁ হুঁ বাবা, এই করে চুল পাকিয়ে ফেললুম। এ আর এমন কি দূর। সব খপর পৌঁচে যায় আমার কাচে। লোক লাগ্গেচি না চাদ্দিকে খপর আনবার। ধান্দা চালাতে গেলে মাতা খাটাতে হয়, বুজলি। এমনি এমনি কি আর মা নক্কী ঘরে পা দেন। তার জন্যি এ্যানেক কাটখড় পোড়াতি হয়।' চাটুক্তিতে দীননাথের মনটা গলে ছিল মনে হল পরেশের। কথা পাল্টে বলল, 'তা চিনবে কি করে মোতি বিবির ঘর? এ দিগরে আসা যাওয়া আচে তোমার?'

'তা তেমন বড় একটা নেই বটে তবে খুঁজে নিতে আর কতক্কন। লোকজনকে শুদিয়ে নিলেই হবে খন। তুই বরং আরেকবার ঝাইলে নে কতাগুলো। মনে আছে তো নাকি ভুলে মেরে দিয়েচিস?'

'ভুলি নি দীন্‌কা। আমার নাম তাহের আলী, তবরেজ আলীর ব্যাটা যে বদ্দমানে কম্পাউণ্ডারি কত্তে গিয়ে একটা হিঁদুর মেয়ে বে করে আর গেরামে ফেরেনি। তবরেজের বাপের নামটা কি যেন?' মাথা চুলকোয় পরেশ। দীননাথ বিরক্ত হয়। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'এই যে বললি সব মনে আচে? পই পই করে পাকি পড়ানোর মত করে শেকালুম আসার আগে, এর মদ্দে ভুলে গেলি। নাহ্‌, বিপদে ফেলবি দেকচি।'

'রাগ করো না দীন্‌কা। খিদের চোটে মাতাটা কেমন গুইলে গেচে। আট্টু বলে দাও একবার, মাইরি বলচি, মা কালীর দিব্যি, আর ভুল হবে নি। দেকো।'

'তারেক, তারেক আলী। কোন এক দরবেশের পাল্লায় পড়ে ঘর দুয়োর ছেড়ে ফকিরি করতে কোতায় যে চলে গেচে আজ পজ্জন্ত তার খোঁজ নেই। সেটাই তো আমার বড় সুবিদে, রে। ধত্তি পারার কেউ নেই। তবরেজের ছেলেকে তো কেউ ক্যাক্কনো চোকেই দেকে নি। আর গেরামটারও ভাগ্যি দ্যাক। সবকটা ঘর বর ছাড়া। লোকে তো সে জন্যিই নাম দেচে বর ভাগানি গাঁ। আদ্দেকের বেশি ঘর মোচলমানদেরই। এক আদটা হিঁদু আচে বটে তবে তাদেরও সেই দশা। সুদার সনে মথুরা দাস কণ্ঠি বদল করেছিল। সুদা ভিন গাঁয়ের কন্যে, মথুরার মিঠে গলায় মজে মথুরার সঙ্গি মা-বাপ সব ছেইড়ে ছুইড়ে এ গাঁয়ে আখড়া খুলে চিল মথুরা। তা এমন পোড়া কপ্পাল, সে ব্যাটাও কোন গুরুর চক্করে পড়ে এক কাক ভোরে ভাগলবা। তবে সুদা মেয়েছেলেটার চরিত্তিরও মোটে সুবিদের ছিল না। ঢলানীর রং ঢং যে কোনো মরদের বাচচার মাতা ঘুইরে দেবার মত। মথুরা নেহাতই ভালোমানুষের পো, তাই সহ্যি করে যাচ্ছিল। শেষে কেটে পড়ল। ওসব গুরু ফুরু কিস্যু না। ভাঁওতা।' তারপরই যেন খেয়াল হতে ধমকে উঠল, 'মাতাটা খালি রেকেচিস যে, ফেইজাটা পরে নিতে পারিস নি?'

'ফেইজা নয় কাকা, ফেজ টুপি।' শুধরে দেয় পরেশ। তারপর ভয় মিশ্রিত স্বরে বলে, 'অ দীন্‌কা, আমি যে নমাজ পড়তে জানিনে গ। ধরা পড়ি যাব যে; ত্যাকন?'

'দূর গুয়োর ব্যাটা। তবরেজ যে নারেসটারে বিয়ে করেছিল, সে তো আর কলমা পড়ে ধম্মো দেয়নি। হিঁদুই ছেল। তার পোলা অতশত যে শিকবে না, সেটা যে কেউই বুজবে তোর মত একটা গবেট ছাড়া। ভীতুর ডিম। অত ভয় পেলে পহা রোজকার করা যায় না, বুজলি গাদা।'

পরেশ দীননাথের মেজাজের ভাপ নিতে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কাকা, এট্টা কতা শুদোই?'

'ক, কি কইবি।'

'কাকা, এটা কি ঠিক হচ্চে? হাজার হলেও, একটা বেদবার জমি হাতিয়ে নেওয়া....' কথাটা পুরো করে না পরেশ দীনুর ভয়ে। ও-ও তো ভাগ পাবে, যত যাই হোক।

'বেঠিকের কি দেকলি শুনি? বেওয়াটার খাবার কেউ নেই। কম করেও এগারো কাটা আম লিচুর বাগান, একটা পুকুর। সাতভূতে তো এমনিতেই লুটেপুটে খাচ্ছে। মেয়েমানুষের কম্মো নয় জমিজিরেত সামলানো। আর আমি ঠকাচ্চি নাকি? ওর হাইরে যাওয়া পুতি পাইয়ে দিচ্চি যে?'

'সেটা তো নকলি। হাজার হলেও তুমি বেরাম্ভন। চক্কোত্তি। গলায় পৈতেটাও তো ঝুইলে রেকেচো। আম্মোও বদ্যির ব্যাটা। তা সে বাঙাল ভাষা নাই বা কইতে জানি, জেতে তো বদ্যি বটে। পাপ হবে না? ঠক্কে নেব ভলোমানুষ অসহায় বেদবাটারে?' শুকনো গলা পরেশের।

'রাখ তোর ধম্মোকতা। ত্যাকন বলেছিলাম ত্যাকন কোতায় ছিল র‍্যা তোর ধম্মোবোদ, শুনি? ত্যাকন তো লোভে চোক চকচকিয়ে উটেছিল। এ্যাকন পিছু হটচিস ক্যানে র‍্যা? ভয় ধরেচে মনে, নাকি?' তারপর আশ্বাস দেবার সুরে দীননাথ বলে, 'ভয় নেই তোর। ধরা পড়বি না। সব দিক ভেবে চিন্তে তবে না পা বাইড়েচি। আর বেদবাটা সন্দেহ করলে আমি তো আচি। সামলে নেব। দ্যাক না কি করি। লাভের গুড় ওমনি যেতে দেব নাকি? পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে আর আমি শালা বসে বসে শুকনো আঙুল চুষব ভেবেচিস?'

চোত মাসের সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে ঢল নিয়েছে। চারপাশ ধূ ধূ। মাঠে মাঠে কাটা ধানের মুড়ো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে ধারালো সড়-কির ফলার পারা। শেষ বসন্তের হু হু করা অস্থির হাওয়া ঘূর্নি তুলে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতার রাশ, খড় কুটো উড়িয়ে একবার ওপরে তু- লে পরক্ষণেই নিচে আছড়ে ফেলছে। যেন একটা দামাল খেলায় মেতেছে উদলা হাওয়াটা। জল তেস্টা পেয়েছিল দীননাথেরও। পরেশের তো সেই কখন থেক গলা শুকিয়ে কাঠ। দীননাথ কাঁধের ঝোলা থেকে শ্যাওলা ধরা কবে কার পুরোনো একটা ফ্রুটির বোতল বার করে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে পরেশের দিকে এগিয়ে দিল বোতলটা। এক ঢোঁকে বোতলটা প্রায় শেষ করে ফেলল পরেশ। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। রোদের তাতে চারপাশ কে-মন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে জল চকমক করছে দূরের মেঠো পথটায়। দৃষ্টিভ্রম। পরেশের মনে হল, এটাকেই কি মরীচিকা বলে! ক্লাস ফোর পড়া পরেশ বইয়ে মরীচিকা শব্দটা দেখেছিল। এখনো মনে আছে। বেশ লেগেছিল কথাটা। তাই মাথায় গেঁথে গেছে। নাহলে মাস্টারের ছাল ওঠানো বে-তও ওর নিরেট মাথায় তার বেশি আর কিছু ঢোকাতে পারে নি। গতিক সুবিধের নয় দেখে বাপও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সেই এস্তক ইস্কুলের পাঠ শেষ। ঘরে বসে সাজোয়ান ছেলে মিনি মাগনা ভাত ওড়াচ্ছে, এটা বাপ কেন শুধু, মায়েরও চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রতনের গ্যারেজে বলে ক- য়ে ঢুকিয়ে দেয় বাপ। তা সেখানেও টিঁকতে পারলে তো? হাতটান ওর নেই। তবু নাহক হেনস্থা হতে হল অন্যের দোষ ঘাড়ে পড়ে। বাইকের একটাপার্টস্ মেরে বাইরের বাজারে বেচে দেয় সনাতন হালদারের লায়েক ছেলে বাপন। তারপর গ্যারেজে এসে নিপাট ভালোমানুষের মত মুখ করে বে-মালুম ডাহা মিছে কথা বলে দিল, 'কেন রতনদা, আমি তো কাল পরেশকে দিয়ে গিইছিলুম ওটা। পেট কামড়াচ্ছিল বলে সকাল সকাল গ্যারেজ থে-কে বাড়ি চলে গিইছিলুম। যাবার আগে পরেশের হাতে দিয়ে বলে গিইছিলুম তোমাকে দিয়ে দিতে। দেয় নি? তাহলে ও শালাই মেরে দিয়েছে।' সা-ত পাঁচ কিছু না ভেবেই রতন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরেশের ওপর। 'বার কর হারামজাদা মালটা এক্‌খুনি। নালে তোর এক দিন কি আমার একদিন।মারের চোটে শয়তান চোট্টার ভূত ভাগিয়ে ছাড়ব আজ, তবে আমার নাম রতন দাঁ।' কিল চড় ঘুঁসি খেয়ে সারা অঙ্গে কালশিটে নিয়ে বাড়ি ফিরে আরেক দফা গোবেড়ান জুটেছিল ওর পোড়া কপালে। হাজার বার বলা সত্ত্বেও বাপ ওর কোনো কথা কানেই তুলল না। মা-টাও তেমনি। স্রেফ ব-- লে দিল, 'আজ তোর খাওয়া বন্দো। মুরোদ থাকে তো রোজগার করে আন, তারপর নিজের পয়সায় পেলোয়া কালিয়া গিলিস।' ব্যস, সেই থে-কে ও দীননাথের আখড়ায় নাড়া বেঁধেছে। দীননাথ দু নম্বরি কারবার করে পয়সা কামায় জেনেও। পরেশ বেশ বুঝে গেছে, এ দুনিয়ায় টিঁকে থাক–তে গেলে অত শত দেখলে চলবে না। অথচ বেআইনি খারাপ কাজ করতেও মনটা কেমন যেন খচ্‌খচ্ করে। বাধো বাধো ঠেকে, নিজেকে একটা পাক্কা হারামির ছানা মনে হয়। অথচ ও নিরুপায়। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেলেই সোজা কেটে পড়বে বাপের বিনি পয়সার আস্তানা থকে। সে জন্যেই সে তা যতই বিবেকে বাধুক না কেন, দীননাথের প্রস্তাবে সায় না দেওয়া ছাড়া ওর আর কোনো গত্যান্তর ছিল না। অন্যায় করতে চলেছে জে- নেও। অতএব আজ দীননাথের সঙ্গে আসতেই হল মতি বিবির এগারো কাঠার জমি জিরেত পুকুর সব হাতিয়ে নিতে নকল পুতি সেজে।

২

পথঘাট গড়ের মাঠ। জনমনিষ্যি তো দূর, কুকুরটা ছাগলটাও চরে খাচ্ছে না। রাস্তা বলতে কাঁচা মাটির পথ দু ধারে খেত চিরে এগিয়ে গেছে আরেক ঠিকানায়। গাছগাছালি আছে বটে তবে এই শেষ বসন্তে যখন গ্রীষ্মের আঁচ লেগেছে আকাশের গায়ে, তখন গাছগুলোও যেন আত-প্ত বাতাসের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে পাত পাতালি ঝরিয়ে দিয়ে বেবাক উদোম হয়ে উর্ধবাহু দাঁড়িয়ে। যেন ছায়াটুকু দিতেও নারাজ। খান কতক আম কাঁঠা-ল আছে অবশ্য তবে সেগুলোও কেমন ঝিম ধরা; কোথায় ডালপালা মেলে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকবে, আয় রে, বোস বাছা আমার ছায়ায় আরাম ক-রে, তা না। গরু ছাগলের পেট পুরতে হা ঘরে গাঁয়ের লোকের হাত থেকে নিস্তার পেলে তবে তো। পাতাটা ডালটা যে পারে ভেঙে কেটে নিয়ে যাচ্ছে অবাধে। বাধা দেবার কেউ নেই। সকলেরই এক হাল। খড় বিচুলি দামে বিকোয়। পয়সার লোভ বড় লোভ। আর যখন তেল আনতে পান্তা ফুরোয় তখন আর আইন মানলে চলে না। মাঠে ধান কাটা শেষ হতে না হতে ট্রাক বন্দী হয়ে সেগুলো পাচার হয়ে যায় শহরে। আজকাল খড় বিচু-লির দাম আকাশ ছোঁয়া। মানুষের জীবন ছাড়া কোন জিনিসটা আর সস্তা এই মাগ্গিগণ্ডার দিনে? বেঁচে বত্তে থাকতে হলে করে খেতে তো হবে। অত-এব মাঠ ফাঁকা হবার সঙ্গে সঙ্গে চালান হয়ে যায় খড়। যে ক'টা ঘর গরু বাছুর পালতে পারে, তারা আসপাশের গাছের ডাল এন্তার কেটে ভেঙে গোয়ালের নাদায় ঢালে। আর হাড় হাভাতে মানুষগুলো যাদের পরনের ত্যানাটুকুও জোটে না, তারা ছাগল পোষে। দুধের জন্যে নয়। কুরবানীর সম-য় চার-পাঁচহাজারে বিকোবে বলে। তাছাড়া খাদ্যাখাদ্যির ব্যাপারটাও ভুললে চলবে কেন। পোষা জন্তুগুলো তো আর পেয়ারের নয়। কেটে কুটে শ-হরে বেচলে সম্বৎসরেরটা না হক, মাসটা হপ্তাটা তো দিব্যি চলে যাবে চাল ডাল নুনের বাকি চুকোতে ।

নিছায়া রাস্তা চলতে চলতে দীননাথ পেটের চনচনে খিদেটা টের পায়। চাঁপাডাঙায় কিছু খেয়ে নিলে মন্দ হত না। অবশ্য হাড় কঞ্জুস দীন-নাথ পকেট খসানোর পাত্রই নয়। রাহা খরচটুকু বাদে বেশি পয়সাকড়ি রাখে না সঙ্গে পাছে ফালতু খরচা হয়ে যায়। লোভ বড় বালাই। সাতঘাটের জল খেয়ে খালি হাতে চলার তর তারিকা কবেই শিখে গেছে। যেখানেই যায়, কাঁধের আদ্যিকালের ফুঁপি ওঠা শান্তিনিকেতনী ঝোলায় পেটের রেস্ত ভরে তবে পা বাড়ায়। আজও খালি হাতে আসে নি। নিজের পেটের চিন্তাটা জাগতে পরেশের কথাটাও মনে পড়ল। ছোঁড়াটাও তো তারই মত সে-ই কোন ভোরে বেরিয়েছে ওর সঙ্গে। দীননাথের নাহয় চল্লিশ পার হয়েছে। না খেয়ে ঘোরাঘুরি করে অব্যেস হয়ে গেছে পেটে কিল মেরে চলার। কিন্তু পরশাটা জোয়ান মদ্দ ছেলে। তার পেটে তো খাণ্ডবের আগুন লেগেই আছে। আর পরশার খিদে বলে খিদে! সব্বদা হাঁ হাঁ করছে উনুন ওর পেটে। পেটের জ্বলুনি চাপা ঢাকা দিয়ে এখন যদি আরো খানিকটে যেতে বলে, কে বলতে পারে সব গড়বড় করে দেবে না? বিশ্বাস কি! ঝোলায় হা-ত পোরে দীননাথ। বাসি রুটি আর আখের গুড়। অত ভোরে গিন্নীকে তাজা রুটি সেঁকতে বললে লেগে যেত নারদ নারদ। এমনিতেই তো কথায়

কথায় শোনায়, ভাত দেবার কেউ না কিল মারবার গোঁসাই। বচ্ছরান্তে দুগ্গা পুজোর সময় আর পয়লা বোশেখে যা শাড়ি জামা কিনে দেয়, শান্তিকে তাতেই চালাতে হয়। এমন দিন নেই যেদিন শান্তি তার মরে ভূত মা-বাপকে শাপ শাপান্ত করতে ছাড়ে না এমন চশমখোর লোকটার গলায় ঝুলিয়ে দেবার জন্যে। ভাতের থালা বেড়ে মুখের সামনে ধরে দিতে দিতে বলে, গলায় দড়িও জোটে না আমার, এমন কপাল করে এইচি। আগে রাগ হত। মনে হত, দ্যুৎ তেরি, ছুঁড়ে মারি থালা মাগির মুখের ওপর। এখন আর রাগ হয় না। সয়ে গেছে বলে না, রাগলে যে মাথা গোলমাল হয়ে যায়, এটা দীননাথ ভালই বুঝে গেছে। আর মাথাটি গেল কি তুমিও গেলে। ধান্দাবাজ দীননাথ তাই মুখে কুলুপ আঁটতে শিখে গেছে। পেটে ডুবুরি নামালেও কারো সাধ্য নেই যে টের পাবে এখন সেখানে কি খেলটা চলছে।

দেখে শুনে একটা জামরুল গাছের গোড়ায় ছায়ায় ঠাঁই পাতে দীননাথ। পরেশও ওর পাশে পা ছড়ায়। বাস থেকে নামা ইস্তক কেবল পা চলেছে তো চলেই গেছে। একটু যে ঠাউরে যাবে সে জো আছে। পা থামালেই দীননাথ তাড়া মারে, 'নে, নে, পা চালা। বেলাবেলি ফিরতে হবে না? বাস না পেলে সেই টেরেন ধরতি হবে তারকেশ্বর অব্দি টেকারে গিয়ে। তার মানে একগাদা খরচা। দিবি তুই? সেই আমারটাই তো খসবে।'

ঝোলা থেকে দীননাথকে রুটি গুড় বার করতে দেখে মুখ ব্যাজার করে পরেশ। দুপুরে দু'মুঠো ভাত না হলে তার চলে না। আসল মা না সৎমা মাঝে মাঝে সন্দেহ লাগে। এই কটা ভাতে বিশ বছরের ছেলের পেট ভরে কখনো? তার বেশি চাইলেই মুখ ভার। সোজা বলে দেয়, 'যা দিচি তাই ঢের। এর বেশি আর পাবি না।' কম সম হলেও ভাত তো। এই কেপ্পন রামটার পাল্লায় পড়ে এখন বাসি রুটি গুড় গিলতে হবে। এরকম জানলে কে আসত? অথচ খিদের চোটে ঝিমঝিম করছে শরীর। মাথা কাজ করছে না। তারেক না তাহের আলী সব গুলিয়ে যাচ্ছে পরেশের। উল্টো পাল্টা বলে ফেললেই তো সব্বোনাশ। ধরতে পারলে মামা বাড়ি নয় গণ পিটুনি। অগত্যা রুটি গুড়ই সই। সোনা হেন মুখ করে রুটির ভেতর গুড় পুরে এগ রোলের মত গুটিয়ে কামড় দিয়ে গিলতে যেতেই বিষম লাগে পরেশের। 'ষাট, ষাট। দেখ, কে সুখ্যেত কচ্চে তোর' বলে জলের বোতলের তলানিটুকু এগিয়ে দেয় দীননাথ। 'ন্যাকা, দরদ দেকাচ্চে। দায় কেঁদেচে না। এ্যাকন পরশাকে তেল না মারলে যে সব গুবলেট হয়ে যাবে।' মনে মনে বলে পরেশ। মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি টানে। দীননাথের সঙ্গে থেকে কোন্ ঠাকুরকে কি ফুল চড়াতে হয় সেটা শিখে গেছে এত দিনে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে গামছায় হাত মুছে উঠে দাঁড়ায় দীননাথ। ওর ওসব এঁটো কাঁটার বালাই নেই। পরেশ জামরুলের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তাতেই হাত ঘষে। গুড় লেগে চটচট করছে হাতের পাতা, আঙুল। কি আর করা যাবে। যখন যেমন, তখন তেমন--এটা দীননাথের কাছেই শিখেছে পরেশ। একটু এগোতেই একটা পুকুর চোখে পড়তেই তড়বড় করে এগিয়ে গিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে হাতটা বেশ করে ধুয়ে প্যান্টে মুছে নিল পরেশ। 'নে, নে, হয়েচে। আর হাত ধুতি হবে না, দেরি হয়ে যাচ্চে যে সে খেয়াল আচে?' আবার তাড়া লাগায় দীননাথ। জোর কদমে উঠে আসে পরেশ।

৩

মতি বিবির বাড়িটা যে কোথায় সেটা জানা ছিল না। শুধু জেনে এসেছিল মাজারের পাশে বুড়ো বটতলার কাছে টালি ছাওয়া একটেরে একটা দালান কোঠা তারেক আলীর। মাজারটা যে কত দূর আন্দাজ করতে পারছিল না। হাঁটছে তো হাঁটছেই। কাউকে যে শুধোবে, লোক কোথা? খানিকটা চলতেই শনে ছাওয়া একটা ডেরা মত নজরে এল। গুটি কয়েক ছেলে ছোকরা সাট্টা খেলায় মত্ত। গলায় কালো তাবিজ আর মাথায় গোল লেসের টুপি দেখেই বোঝা যায় হিন্দু নয়। তাদের দিকেই এগিয়ে গেল দীননাথ, পরেশ একটু নিরিবিলি ছায়া দেখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি বিবির নাম শুধোতেই কুটিল চোখে তাকালো ছেলেগুলো। 'কোতা থেকে আসা হচ্চে বাবুদের? কি দক্কার তারে?' চক্করা বক্করা হাতকাটা গেঞ্জি আর বারমুডা পরা ছোকরা একটা জিগেস করল। বাকিরা এক চোখ তাচ্ছিল্য আর সন্দেহ নিয়ে একবার ওদের দেখে নিয়ে আবার পাতা ফেলায় মন দিল। পরেশকে দেখিয়ে দীননাথ বলল, 'আসচি সেই বদ্দমানের ঠেঙে। এ মতি বিবির পুতি, তাহের। ছেলেটা জন্ম মাতৃহারা। তবরেজ মরেচে তাও...' আঙুলের কড় গুনে দীননাথ যেন মনে করার চেষ্টা করে বলল, 'তা বচর পনেরো-ষোলো তো হল বটে। বাপ-মা মরা অবোদ বালকটারে কে বা দেকে। তাই ঘরে ঠাঁই দিলুম। হিঁদুর ঘরে তো আর মোচলমানের শিক্ষে দীক্ষে দিতে পারি না। হিঁদুর মত করেই মানষ কইরেচি। খপরাখপর কচ্চিলুম যার ধন তার হাতে তুলি দেবার জন্যি। তা খুঁজে পেতে জানলুম ঢ্যাকন ছোঁড়াটা এ গাঁয়ের মতি বিবির পুতি, ত্যাকন আর ধইরে রাকা ক্যান। তাই ফিইরে দিতে এলুম আর কি। তা মতি বিবির ঘরটা যতি এট্টু দেকিয়ে দাও, বড্ড ওপগার হবে।' ছেলেগুলো এবার তীক্ষ্ণ চোখে পরেশকে আপাদমস্তক দেখল। 'সচ না ঝুট বে?' ছেলেগুলোর একজন রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল। পালের গোদা বোধহয় ছেলেটা। অন্য কেউ হলে ছেলেটার মাস্তানি মার্কা ঢং ঢাং দেখে দাঁত ছড়কুটে যেত। কিন্তু দীননাথ ঘাবড়াল না। যেন আকশে থেকে পড়ল। সরল গলায় জবাব দিল, 'কি যে কও বাবারা! এই মা কালীর কিরে। ছেলের বইসি তোমাদের কাচে শুদুমুদু মিচে কতা বলতি যাব কেনে বাপ? পোমান চাও তো দেকাতে পারি,' বলে ঝোলায় হাত পুরল। পরেশের তো চক্ষু চড়কগাছ। কোত্থেকে আবার সাক্ষী সাবুদ জোটাল মিচকে মহা ধড়িবাজটা? পারেও বটে বাবা। সত্যি সত্যিই তেমন কোন সই সাবুদ আছে তো? নইলে কেলো হয়ে যাবে আর মাঝখান থেকে খামকা পরেশ ফেঁসে যাবে ফর্জি কেসে। ভয়ে পরেশের বুক ধড়ফড় করে উঠল।

দীননাথের নিতান্ত সাদাসিদে হাবভাবে কে জানে কেন ছেলেগুলো বিশ্বাস করে নিল। বারমুডা একটা সদ্য গোঁফ গজানো ছেলেকে হাত নেড়ে ইশারা করল এগিয়ে দিতে। আগে আগে ছেলেটা, পেছনে দীননাথ আর পরেশ। পরেশের বুকের ধুকপুকুনি কমা তো দূর বরং বেড়ে গেছে।

বেশি দূর যেতে হল না। যে মেঠো পথটা ছেলেটা ধরল সেটা এঁকেবেঁকে একটা বহু প্রাচীন অজস্র ঝুরি নামা বট গাছের পাশ দিয়ে চলে গেছে দূর থেকে দেখতে পাওয়া গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টার দিকে। বট গাছটার পাশেই মাজার। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত সঙ্গে গেল না, খানিক দূর থেকে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে তেমনি নিরাসক্ত মুখে ফিরে গেল। আসার সময়ও একটিও রা কাড়ে নি মুখে। না রাম না গঙ্গা। কেন্ন কে

জানে! হতে পারে মতি বিবির সঙ্গে খটাখটি আছে। কিংবা এরাও মতি বিবির পয়লা নম্বরের দুশমন। নজর গেড়ে আছে ওই এগারো কাঠা বাগান আর পুকুরের দিকে। দীননাথের নাক অনেক দূর থেকে গন্ধ পায়। বুঝতে পারল মতি বিবি কঠিন ঠাঁই। সহজে চিঁড়ে ভিজবে তেমন আশা কম। নই-লে ছাড় পেত না এমন সণ্ডা গুণ্ডা চ্যাংরাদের হাত থেকে। চেহারা দেখলেই কী প্রকৃতির সহজেই বোঝা যায়। তার জন্যে বুদ্ধির দরকার পড়ে না।

৪

'মতি বিবি, অ মতি বিবি, দেক কারে এনেচি। তোমার পুতি গ,' গলা তুলল দীননাথ। 'কে ডাকে?' কুঁড়ে ঘরের ভেতরটা আঁধার আঁধার। বাইরের চড়া রোদে চোখ ধেঁধে যাওয়ায় ভেতরের কিচ্ছু মালুম পড়ছিল না তবে কারোর নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছিল। নামেই দর দালান। নীচু দরজা। খুপরি জানলা। মাথা ঝুঁকিয়ে অবিন্যস্ত কাপড় চোপড় সামলাতে সামলাতে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। শনের নুড়ি চুল এলোমেলো। শুয়ে ছিল মনে হল পরেশের। 'কেডা ডাকে আমারে? কারে এনেচ বললে?' বুড়ি আবার শুধল। দীননাথের গলায় মধু। বিনয়ের সাক্ষাৎ অবতার যেন। 'তোমার পুতি গ। দেক, চিনতি পার কি না।'

বুড়ি চোখ কুঁচকে ঠাহর করার চেষ্টা করল। ঠিক মত বুঝতে না পেরে বলল, 'হ্যাঁ গা, কার পুতি বললে?' 'কার আবার। তোমার ছেলে তবরেজের পোলা গ। ' ছেলেগুলোকে যে কথা বলেছিল, সেগুলোই আবার মুখস্থ বলার মত গড়গড় করে আউড়ে গেল। 'তা একেনে ক্যানে? জা-ত ধম্মো খুইয়ে ছেলে হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করল, মা মাগি বেঁচে আচে কি মরে গিইচে সে খপর নেবার নেই, তার ছেলেডারে আমি ঘরে তুলব ক্যা-নে? যাও যাও, যেকান থেকে এয়েচ, তারে সেকেনেই রেকে এস গে।' বুড়ির গলায় রাগ না অভিমান পরেশ ধরতে পারল না। অভিমান হবারই তো কথা। যে লায়েকছেলে বুড়ি মা-টা-র খোঁজ খবর রাখে নি এতদিন ধরে, তার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। দীননাথ দাওয়ায় গেড়ে বসল। 'এট্টু জল দ্যাও দিকি। গলা শুক্কে গেছে। পথটা কি কম? সেই কাক ভোরে বেইরেচি।' দয়া করে না কি ভেবে বুড়ি ঘরে ঢুকে ঝকঝকে মাজা দুটো গেলা-সে জল বাতাসা এনে ওদের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে জিগেস করল, 'তা তুমি বাছা হিঁদু না আমাদের জেতের? হিঁদু হলে মোচলমানের জল চলবে?' 'তেষ্টার আবার হিঁদু আর মোচলমান। খোদা জল দিয়েচে গলা ভেজাতে, জাত যাবে কোন সুবাদে?' মিষ্টি করে পটাতে ওস্তাদ দীননাথ। 'এই দ্যা-ক না, তোমার ছেলে তবরেজ হল গে মোচলমান আর আমি হিঁদু বামনা। তবরেজ গত হল পনের-ষোলো বচর। জম্মো দিতে গে লতিকা মানে ত-বরেজের বউটা মরল। তাদের ব্যাটাকে কি আমি ঘরে তুলি নি? কিচু কি বাদল তাতে? সেয়ানা হয়েচে এ্যাকন, ভাবলুম তোমার তো একখান দে-কা শুনোর সহায় সম্বল চাই। বয়েস হয়েচে। ঘর দুয়োর সামলানো কি তোমার একার পক্ষে সম্ভব নাকি? এত জমিজিরেত, দেকভাল করার জন্যি এট্টা জোয়ান ছেলে থাকতে সাত ভুতে লুটে পুটে খাবে, ঠক্কে নিয়ে সব হাতিয়ে নেবে, তা কি পরাণে সয়, বল? মানষ তো নয়, শ্যাল-শকুন য্যান। তাক মেরে বসে আচে ক্যাকন খাবলে খুবলে নেবে। তাই তোমার ধন তোমারেই ফিরিয়ে দিতে এ্যালাম। খারাপ কতা কইচি, তুমিই কও? আমার আর কি, তোমার ঘরে থাকলেও যা, আমার কাচে থাকলেও তা। পরের ধনে পোদ্দারি কত্তি গ্যালে ওপরওলাকে কি জবাবটা দেব, য্যাকন চিত্তগুপ্ত পাপ গুনবে?'

দীননাথের লম্বা চওড়া লেকচারে বুড়ি বোধহয় নরম হল এইবার। মুখ দেখে সে রকমটাই লাগল পরেশের। 'উরিত্তারা, মালটা কি দারু-ণ ঘোড়েল, মাইরি, এটার সঙ্গে বেশি দিন নয়, মাত্তর মাস দুয়েক লেগে থাকলে আর দেকতে হবে না। আপনি রোকড়া আসবে ঘরে। ত্যাকন মা-বা-প দুটোরই মুকে ছুঁড়ে দেব শালা নোটের তাড়া সুদে আসলে। জম্মের শোধ দিয়ে দেব,' ভাবল পরেশ।

'হিঁদু মেয়েকে বে করে কি তবরেজও হিঁদু হয়েচিল নাকি? পোলাডার নাম কি দেচে?' বুড়ির গলায় রাগ না কি বোঝা গেল না। তবে স-রেস মাল দীননাথ। যে কোন অবস্থা সামলাতে ওস্তাদ। বুড়ির কথা শেষ হবার আগেই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না গো চাচি, লতিকা তেমন মেয়েই ছেল না। তবরেজকে কিচুতে হিঁদু হতে দেয় নি। নিজে বরং কলমা পড়ে মোচলমান হয়েচিল। ছেলেটার নাম কেমন বাপ-দাদার নামে মিলিয়ে রে-কে গ্যাচে, তাহের। তা তোমার ছেলেরও বদ্দমান হাসপাতালে কী নাম ডাকটাই না ছেল। তবরেজ ছাড়া আর কারো কাচে কেউ ইঞ্জিশান নিতেই চাইত না।'

'থাক, তার আর গুণগান গাইতে হবে না। অসহায় বেওয়া মাকে ফেলে সেই যে গেল, আর মুক দেকানোর নাম নেই। মা-টা মোলো কি বাঁচল একবার দেকতে পজ্জন্ত এল না। হিঁদুকে নয় বে-ই কল্লি, তা আমি কি তাতে বাদ সাদতুম? ঘরের বউকে ঘরেই তুলে নিতুম নয়। অন্তত এক বার জানাতে জিগোতে পাত্তো তো?' বুড়ির সুর নরম। ফল ধরেছে, ভাবল দীননাথ। 'উটি তালে। ওই কতাই রইল। তাহেরকে এ্যাকনিই ওয়ারিশ করে রেজিস্টি করে ফ্যাল কোটে গে। কাল বলে ফেলে রেক না। কি ভরসা জেবনের। এই যাঃ, একুনি না উটলে বেলা গেলে শেষ বাসটাও ধরতি পাব্বো না। মাসে মাসে এসে দেকে যাব ওরে। বুড়ি দাদিরও এট্টা মায়া পড়ে গেচে দেকচি তোর ওপর। তা ভাল। তপে কিনা এ্যাত কাল ধরে নিজে-র ছেলের তুল্যি পালন কল্লুম পোলাটারে। না এলে মন উচাট লাগপে।' পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি রে তাহের। দাদিকে দেকিস, ঠিক মত যত্ন আত্তি করিস। বংশের চেরাগ বলতে গেলে তো তুই-ই তো এক মাত্তর। আর তো ছেলেপুলে কেউই নেই।' আরেকটু হলেই মুখ দিয়ে পরেশ না-মটা বেরিয়ে পড়ছিল আর কি। খুব সামলে নিয়েছে সময় মত। আর বেশি কিছু না বলে চুপ থাকা ঠিক মনে করে উঠে পড়ল দীননাথ। পরেশকে বলির পাঁঠার মত তার দিকে ত্রস্ত চোখে তাকাতে দেখে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে হাসল। বুড়ি আর কথা বাড়াল না। চুপ করে রইল। দীননাথ পরেশে-র দিকে একবার তারপর মোতি বিবির দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

মাস খানেক কেটে গেছে, দীননাথের পাত্তা নেই। প্রথম প্রথম মোতি বিবি পরেশের প্রতি কেমন যেন একটা হিংস্র উগ্র ভাব দেখাত, যেন উড়ে এসে জুড়ে বসা উটকো আপদ ঘরে এসে ঢুকেছে। পরেশেরও মন উচাট উচাট, পরের বাড়ি দখল করে থাকতে সংকোচ হত। তারপর কেমন করে যেন দুজনেই দুজনের সঙ্গে মায়ায় জড়িয়ে পড়ল। পাড়া ঘরেও ক্রমে ক্রমে ইয়ার দোস্ত জুটে গেল। বারমুডা, পালের গোদার দলবল প্রথম-টা পরেশকে ভাগাবার মতলবে পেছনে লাগলেও আস্তে আস্তে মেনে নিল ওকে। হয়ত মা-বাপ হারা অনাথ, সেই ভেবে হবে। তবে পরেশ কোনো ঝুট ঝামেলায় পড়তে চায় না। একে আনোকা জায়গা, তায় সে অপরিচিত। তার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমানের কাজ হবে মোতি বিবির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে নিলে, পাড়া পড়সিদের সঙ্গে মিলমিশ থাকলে। এমনিতে পরেশ একটু মুখচোরা, লাজুক স্বভাবের। ঝগড়া কাজিয়া পছন্দ করে না। চোর জোচ্চরও নয়। উপায়ন্তর না দেখে দীননাথের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। ওর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যা ফেরেববাজ লোক, পাক্কা খল। ওর থেকে দূরে থাকাই ভাল। 'কতায় আচে না, খলের চে খোল ভাল?' পরেশ নিজের মনেই বলে।

মোতি বিবির জন্যে পরেশের মনে বড় মায়া। আহা, বুড়িটারে দেকার কেউ নেই গ। যতটা পারে পরেশ মোতি বিবিকে সুখ দেবার চেষ্টা করে। পা টিপে দেয়, জ্বরজারি হলে গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধটা বিষুদটা এনে দেয়। জমি হাতানোর কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোয়াস্তি পেয়েছে। কি দরকার ওর অসহায় বিধবা বুড়ি মানুষটাকে ঠকিয়ে যেটুকুও বা তার আছে সেটা হাতিয়ে নেবার—বারবার কথাটা মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। দুবেলা দুটো খাওয়া নিয়ে তো কথা; তা সে যদি সৎ পথে পায় তখন ফিচলেমি না-ই বা করল। বড় দ্বন্দ্ব জাগে পরেশের মনে।

প্রথম প্রথম মনে পরেশরে ওপর কেমন একটা সন্দেহ জাগলেও বহুকাল পরে এমন সেবা পেয়ে বুড়ি গলে জল হয়ে গেল। মাস্তানগুলো যে তাক মেরে ছিল মোতি বিবির বাগান পুকুর হাতিয়ে নেবার সেটা বুড়ির অজানা নয়। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করে যেত লড়াই করে জমিজমা পুকুর টিকিয়ে রাখার। পরেশে ওদের সঙ্গে দোস্তি পাতাতে, ওকে তবরেজের একমাত্র ওয়ারিশ জেনে তারাও হাল ছেড়ে ক্রমশ মেনে নিতে শুরু করেছে ওকে। এখন পালের গোদা রউফ, বারমুডা সফীকুল, সদ্য গোঁফ ওঠা রবি সদা সর্বদা ওর পেছন পেছন ঘোরে। লাভের আশা নেই এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে, তবে নজরটা আর শেয়াল শকুনের মত নেই। পরেশও বাগানের ফলটা মুলটার বিক্রির ভাগ দিতে রাজি হয়েছে। রাজি হওয়া ছেড়ে কথাটা ও-ই নিজের থেকে পেড়ে ওদের মতি গতির ভাপ নেবার চেষ্টা করে ছিল এক দিন। তাতে সুবিধেও আছে। নিজের ঘাড়ে বোঝাটা একলা বইতে হবে না। ফিল পাকুর ঠিকে দেবার কিছুই তো ও জানে না। ওরাই ফড়ে ধরে এনে দরদস্তুর করে ব্যবস্থা করে দিতে পারে যখন। শত্রুতা জিইয়ে রাখার চেয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা করে মিলে মিশে থাকলে পরে লাভ ওর-ই, সেটা নির্বোধ পরেশও বুঝে গেছে। একলা যে ও ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না সেটা ওর মাথায় ঢুকেছে। অন্তত দীননাথের হাত থেকে মোতি বিবির সম্পত্তিটা ওদের দিয়ে থুয়ে কিছুটা যদি বাঁচাতে পারে খেয়ে পরে দিন কাটানোর মত, তাহলে একটা কাজের কাজ হবে বলে ওর মনে হয়েছে। দীননাথ শালা আগাপাশতলা হাড় বজ্জাত। পুরো সম্পত্তি একা হাতানোর ফিকির ওর। সে নাই বা হল নিজের রক্তের সম্পর্ক, তবু বুড়িটাকে যদি দীননাথের কুচক্র থেকে উদ্ধার করা যায়, মন্দ কি? এতদিনে এই কুড়ি বছরের বয়সে সুবুদ্ধি জেগেছে মনে বলে পরেশের বড় আনন্দ, বড় সন্তোষ। মোতি বিবিরও পরেশের চাল চলনে একটু যেন বিশ্বাস জন্মেছে ছোঁড়াটা কোনো বদ মতলব নিয়েআস্তানা গাড়তে আসে নি। সত্যি কথাটা জানতে পারলে অবশ্য কি যে হত সেটা পরেশ জানে না। তবে পরেশের মন থেকে তত দিনে দীননাথের কুমতলবটা চলে গেছে। মা-বাপ থেকেও তো ও অনাথ। একসঙ্গে থাকতে থাকতে স্নেহ ভালবাসার কাঙাল পরেশ কেমন যেন একটা মায়ায় জড়িয়েপড়ে গেছে মোতি বিবির ওপর। কুকুর বেড়াল পুষলে তাদের ওপরও মায়া আসে দিনে দিনে আর এ তো একটাবেসাহারা মানুষ। কবরের দিকে পা বাড়ান যে মানুষটা। মোতি বিবির মনেও যে পুতিকে কখনো চোখে দেখে নি, দেখবে কোনো কালে যে সে গুড়েও বালি, এমন হালে নিজের অজান্তেই সত্যিটা না জেনেই নাম ভাঁড়ান নকল পুতির ওপর সত্যিকারের স্নেহ জাগতে শুরু করেছে ক্রমে ক্রমে।

দীননাথ মোতি বিবিকে সমঝে দিয়ে গিয়েছিল, হিঁদুর ঘরে মানুষ হওয়া মুসলমানের ছেলে হলেও নমাজ পড়া, মুসলমানি তরিবত তার ঘরে বড় হওয়া ছেলেটা কোন কিছুই শেখে নি। আজকাল মোতি বিবিকে ধোঁকা দিতে পরেশের বাধ বাধ ঠেকছিল। মন চাইছিল বলেই দেয় সত্যি কথাটা। আর চাপতে না পেরে একদিন মওকা বুঝে পরেশ মতি বিবিকে কেন দীননাথ ওকে তাহের সাজিয়ে এনেছে সব খোলাখুলি বলেই দিল।

প্রথম চোটে মোতি বিবি চটে লাল। এই মারে কি সেই মারে। কড়া গলায় বলল, 'বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে। ঠকিয়ে সব গাপ করবি ভেবেচিস? অত সস্তা নয়। এ্যাকনো আমার শরীলে খ্যামতা আচে নিজেকে দেকার। বেঈমান বিশ্বেসঘাতক কোতাকার।' তারপর পরেশ যখন ঠাণ্ডা মাথায় ওকে বোঝালো দীননাথের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ও মানুষের মত বাঁচতে চায়, ওর মা-বাপ থেকেও নেই, না মোতি বিবির জমি জিরেতে ওর আর কোনো লোভ আছে, আর সবচেয়ে বড় কথা আসল তাহেরকেও ঠিক একদিন খুঁজে বার করে এনে দেবে যাতে তার হক সে বুঝে নেয়, মোতি বিবি ঠাণ্ডা হল। বুঝল পরেশের নাচার অবস্থাটা। বলল, 'বেশ, যদ্দিন মন চায় থাক তুই একেনে, খালি বুড়ি দাদিটারে অচ্ছেদা করিস না বাপ।' রউফদের যে কাবু করে এনেছে বুড়ি তাতে নিশ্চিন্ত। বলল, 'তুই-ই আমার আসল পোতা বাপ। ঝাড়ু মারি অমন ছেলের মুকে যে বুড়ি মা-টাকে ফেলে চলে গেল পিরিতের মেয়েমানুষের গোলামি করতে। পোলা হল তা একটি বার দেকাতেও নিয়ে এল না। তবরেজের ইন্তেকাল হল, সে খপরটা পজ্জন্ত কেউ দেল না আমারে। ছেলে আমার মরেচে বেশ হয়েচে। মরবার ঢের আগেই আমার কাচে মরে গেচে আমার পেটের ছেলে। তুই থাক, তোরে কোতাউ যেতে হবে নি। খালি মরব যাকন, হিঁদুর ছেলে হলেও আমারে এক মুটো মাটি দিস বাপ। তোর হাতের মাটি পেলে তাতেই আমার জন্নত নসিব হবে।'

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন দীননাথ এসে হাজির। 'ও মোতি বিবি, গেলে কোতা? ক্যমুন আচ সব? আর বলো না, শতেক কাজ। মাতা খারাপ হবার জোগাড়। সময় করে আসব যে তার উপায় আচে?' মোতি বিবি ওকে দেখে বিরক্ত হল। উৎপাতটা আবার কেন এল সেটা বুঝেগেছে। ওর বাহানার ফিরিস্তি মাঝ পথেই থামিয়ে নিরাসক্ত ভাবে মোতি বিবি উত্তর দিল, 'কোতা থেকে উদয় হলে এ্যাকন? অত য্যাকন কাজের চাপ, কি দক্কার ছেল আসার। তাহের আমার ভালই আচে। রেতের ইস্কুলে নেকাপড়া কত্তিযায় ম্যাস্টারবাবুর কাচে। তোমার চিন্তে করার কিছু নেই।ওটো দিকি এবার। রাজ্যির কাজ পড়ে। তোমার সঙ্গি বকবক কল্লি তো চলবে না।'

দীননাথ অবাক হল। এমনটা তো হবার কথা ছিল না! ভেবে ছিল বুড়িকে পটিয়ে পাটিয়ে পরেশ এত দিনে কাজ হাসিল করে ফেলেছে। এ যে দেখি উল্টো গঙ্গা বইছে। তাও ভালমানুষি করে সুবোধ সেজে মোতি বিবির দিকে চেয়ে উত্তর দিল, 'কি দোষ কল্লুম চাচি যে তাইড়ে দিচ্চ? এদ্দুর এলুম ছেলেটার খোঁজ খপর নিতে, কোতায় দুটো সুক দুকের কতা কইবে তা না যাও যাও কচ্চ।' মোতি বিবি জবাব দিল না বটে তবে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল দীননাথের আসাটা ও ভাল চোখে দেখছে না। দীননাথ চুপসে গেল।

পরেশটারও যেন কেমন এড়ো এড়ো ছাড় ছাড় ভাব। ভাব গতিক সুবিধের নয় আঁচ করে কি ভাবে পরেশের নামে বাগান পুকুর লিখিয়ে নেবার কথাটা পাড়বে বুঝে উঠল না। সুযোগটা ওর কপাল গুনে এসে গেল। বুদ্ধিটা হঠাৎই মাথায় খেলে গেল। মতি বিবিকে বলল, 'চাচি, বড্ড পিপাসা লাগল গ। এক গেলাস জল দ্যাও দিনি। গলাডা শুক্কে গ্যাচে এক্কেরে। সেই কত দূর ঠেঙে ঘুরতে ঘুরতে আসচি। কাজ কি একটা?' বুড়ি জল আনতে ঘরের মধ্যে উঠেযেতেই দীননাথ পরেশকে শুধল, 'ব্যাপার কি রে পরশা? বুড়িটা অমন ধারা কইল ক্যানে? তুই আবার পেট পাঁটারি খুইলে সব বলে দিস নি তো?' তারপর সোজা মতলব পাড়ল, 'কাজের কাজ কিছু করে উটতি পাল্লি? জমিজমা নিজের নামে নেকা পড়া যা করার এই বেলা করে নে। বুড়ির সুনজরে য্যাকন পড়েচিস, কাজ গুচে নিতে দেরি করিস নে। কোন দিন আবার তবরেজের ব্যাটা তাহের এসে হাজির হয়ে দাবি দাওয়া জানালে এ কূল ওকূল দু কূলই যাবে। সেও তো এদ্দিনে লায়েক হয়ে উটেচে। ত্যাকন শুদু তুই নোস, আম্মোও বেপদে পড়ে যাব।হাতে হাতকড়ি পড়ে হাজত বাস কত্তে হবে এই কয়ে দিলুম।'

পরেশ খানিক চুপ থেকে অদ্ভুত গলায় বলল, 'দেখ দীন্‌কা, যা হবার নয় তা আর কয়ো না। মা-বাপ খেদানো আমি ঘর পেয়েচি, গাঁয়ের ম্যাস্টারের দয়ায় নেকাপড়া শিকচি রেতের ইস্কুলে, দাদির ভালবাসা পেইচি। তুমি আমায় দিয়েচটা কি? লোক ঠক্কে খাওয়া ছাড়া আর কি শিক্কেচ? ও জমি জমার কতা ভুলে যাও। ওটা তাহেরের সম্পত্তি। আমি শুদু পাচে বেহাত হয়ে যায় তাই দেকা শুনো করচি মাত্তর। ওটার ওপরে আমার না আচে কোনো হক না লোভ। চাই নে আমার আম নিচুর এগারো কাটা জমিপুকুর। বেশ আচি আমি দাদির কাচে। যতি চলে যেতে কয়, যে দিকে দু চোক যায় চলে যাব নাহয়। ওসব কুমতলবে আর আমায় টেন নি, সাফ বলে দিলুম কাকা। এবার কেটে পড় মানে মানে। আর একেনে এলে বেপদেপড়বে বলচি।'

পরেশের কথা শুনে দীননাথের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চোখ লাল করে তেড়ে উঠে শাসাল, 'তবে রে শালা, আমারে ভাল মন্দ শেকাতে এয়েচিস? য্যাকন পেটে ভাত জুটচেল না, কে তোরে ঠাঁই দেচিল? এই আমি, দীননাথ। আজ আশকারা পেয়ে মাতায় চড়ে বসেচিস, না? দেকাচ্চি তোর রোয়াব। বুড়ির কাচে সব কতা ফাঁস যদি না করি, আমার নামে কুত্তা পুষিস।'

মোতি বিবি জল নিয়ে ফিরে এসেছিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথাই শুনেছে সে। ঠাণ্ডা গলায় দীননাথকে বলল, 'পরেশ আমারে সব কতা বলে দেচে। বাকি আচ তুমি। তারও দাওয়াই আচে। যাবে না লোক ডাকব? বেইজ্জতি চাও তো বল, তারও ব্যবস্তা কচ্চি।' তারপর পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাইড়ে দিতে পাচ্চিস না হারামজাদাটাকে? শোন বাছা, আমার বয়েস গেচে। ওসব হিঁদুও যা, মোচলমানও তা। খোদার সন্তান বই আর কিছু নয়। আমার কাচে তাহেরও যা, পরেশও তাই। ওরে আমি কলমা পইড়ে মোচলমান করি নি বটে তপে ওর হাতে মাটি পেলে নিশ্চিন্তে ওপারে যেতে পারব। আর কিছু চাই না। দোজকে যাব কি বেহস্তে তা আল্লাই জানেন। আমার জানার পেয়জনও নেই। অনেক হয়েচে। এবার মানে মানে এস দিকি।'

গতিক বাঁকা পথ ধরেছে দেখে দীননাথ উঠে দাঁড়াল। শাসানির ভঙ্গি করে পরেশের মুখের দিকে এক পলক দেখে বলল, 'দেকে নেব এক হাত। তোকে ছেড়ে দেব ভেবেচিস? আম্মোও বাপের ব্যাটা দীননাথ চক্কোত্তি। ঢের ঢের লোক চইরে খাই। কি করে তোর মত বেইমানের বাচ্চাকে টিট কত্তে হয় জানা আচে। আজ নয় গেলুম, তবে শুনে রেকে দে ভাল করে, এবার য্যাকন আসপ, তোর নিস্তার থাকপে না।'

পরেশ এতক্ষণ শান্ত ভাবে নীচু গলায় কথা বলছিল। এবার গলা তুলে হাঁক পাড়ল, 'রউফ, শফী, একবার আয় তো এদিকে। ঘাড় ধার বিদেয় কর তো বজ্জাতটাকে।' মুহূর্তে দীননাথ দেখল, বারমুডা পরা সেই ছেলেটা, যাকে পলের গোদা ভেবেছিল সেটা, আরও কটা জোয়ান ছোকরা যেন মাটি ফুঁড়ে কোথা থেকে এসে ওকে ঘিরে ধরল। বোঝা গেল ওরা সব জানে আর দীননাথকে মতলব ভেঁজে আসতে দেখে কাছাকাছিই তৈরি ছিল একহাত নিতে।

বেগতিক দেখে সরে পড়াই কাজের কাজ মনে হল দীননাথের। হাত টাত কচলে কাঁচুমাচু মুখে ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে কাতর স্বরে বলল, 'বাবারা, আমারে ভুল বুজনি। এদ্দিন ধরে পাললুম, মন কেমন করা কি স্বাভাবিক লয়, তোমরাই বল না ক্যানে? একবার শুদু চোকের দেকা দেকতে এনু, তা এনারা সেটা যে এ্যামুন ভাবে নেবে জানলি আসতুম না। ঘাট হয়েচে, আর যতি এ দিগরে পা বাড়াই।' দীননাথকে চলে যেতে উদ্যত দেখে পরেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকা, ঘর ছাড়ার বেদ্‌না তুমি কি বুজবে? ঘর পেইচি কাকা, এ ঘর আর ছাড়তি পারব না। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিইরিচি কাকা। আমার কতা জম্মোদাতা মা-বাপকে কয়ে দিও যে তাদের পরশা মরেচে। যে আচে সে তবরেজের ব্যাটা তাহের মিয়াঁ। আর আমারে ভুইলে যেও, পার তো মাফ করে দিও। নুন খেয়েচি তোমার য্যাকন। তোমার 'পরে কুন রাগ নাই চাচা। তবে নোকের ক্ষেতি করার আদতটারে বদলে ফেলার চেষ্টা করো। তা নাইলে কপালে দুক্কু নেকা আচে গ তোমার এ্যানেক। ঘাটে যাবার এ্যাকনো ঢের বাকি, সময় থাকতে সুদরে নিও নিজেরে। নাইলে বড্ড দেরি করে ফেলবে গ চাচা।'

কোনো দিকে না চেয়ে দীননাথ হনহন করে ফিরতি পথ ধরল। পরেশের কথা কানে ঢুকেছে মনে হল না।